কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে মালেকা (৩০) নামে এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলার কুশনা গ্রামের দুয়ারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মালেকা ওই গ্রামের নজীর আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, মঙ্গলবার বিকালে বাড়ির পাশে একটি মাঠে মালেকা ও তার স্বামী ধান মাড়ায় করছিল। স্বামী নজীর আলী ধানের বিচুলী রাখতে বাড়ি যায়। এসময় ঝড়বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থালেই স্ত্রী মালেকা মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি আমি শুনেছি। ঘটনাস্থলে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ পরিদর্শন করেছে।

কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরে নতুনবাজার এলাকা ফেনসিডিলসহ টোকন বিশ্বাস (৪০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

এ সময় তার কাছ থেকে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও সাড়ে ৪ লিটার বোতলে রাখা লিকুইড ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক টোকন বিশ্বাস উপজেলার হেলায় গ্রামের মৃত. আরমান আলী বিশ্বাসের ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই জাকারিয়া মাসুদের নেতৃত্বে শহরের নতুন

বাজার এলাকা থেকে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয় টোকন বিশ্বাসকে।

এরপর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক হেলায় গ্রামের আলবেরুনির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরও ৮ বোতল ও সাড়ে ৪ লিটার লিকুইড ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আলবেরুনি পলাতক রয়েছে।

কালীগঞ্জে গাছের সঙ্গে র্যাবের পিকআপের ধাক্কা, আহত ২

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কেয়াবাগান নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে র্যাব-৬ এর একটি পিটআপের ধাক্কায় দুই জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় সঞ্জীব ও মিরাজ নামে দুই র্যাব সদস্য আহত হয়েছেন।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ উপজেলার কেয়াবাগান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় র্যাবের একটি পিকআপ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুত্বর আহত অবস্থায় দুই র্যাব সদস্যকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়িটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে মাইক্রোবাস চাপায় রংমিস্ত্রী নিহত

ঝিনাইদহ শহরের কবি সুকান্ত সড়কে মাইক্রোবাসের চাপায় মিলন উদ্দিন
(৩৬) নামের এক রংমিস্ত্রী নিহত হয়েছেন।

বুধবার বিকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিলন উদ্দিন শহরের ব্যাপারীপাড়ার আব্বাস উদ্দিন সড়কের মৃত বদর উদ্দিন খাঁ’র ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ইরান মন্ডল জানান, বিকেলে মিলন স্টেডিয়ামের পাশে রংয়ের কাজ করে টাকা নেওয়ার জন্য বসে ছিলেন। এসময় আদর্শপাড়া থেকে শহরের এইচএসএস সড়কের দিকে যাওয়া একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সীমানা প্রচীরের সাথে মিলনকে চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাংচুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মাইক্রোবাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

ঝিনাইদহে ১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার মধুহাটি ও গান্না ইউনিয়নে এ উপহার বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মধুহাটি ইউনিয়ন চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন জুয়েল এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন।

অপরদিকে গান্না ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন মালিতা।

সেখানেও আরও উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশীদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন।

আলোচনা সভা শেষে, ২ ইউনিয়নের ১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া উপহার ৫’শ টাকা করে বিতরণ করা হয়। করোনাকালে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এ উপহার পেয়ে খুশি হতদরিদ্ররা।

ঝিনাইদহে অসহায়ের দায়িত্ব নিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহের অদম্য সিরাজুল ইসলামের মেয়ে সুরাইয়া আক্তারকে উপহারসামগ্রী ও নগদ টাকা তুলে দেওয়া হয়।

দোকান চালিয়ে পড়ালেখা করা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অদম্য মেধাবী সুরাইয়া আক্তারের পাশে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগ। বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সুরাইয়াকে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা ও উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সুরাইয়ার পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ছাত্রসংগঠনটি।

গতকাল সোমবার সংবাদ মাধ্যমে ‘টাকার অভাবে সুরাইয়ার উচ্চশিক্ষার

সব চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার শঙ্কা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান খবরটি পড়ে সুরাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এরপর আজ মঙ্গলবার তিনি ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সজিব হোসেন ও কর্মী অনিক হাসানের মাধ্যমে নগদ টাকা ও উপহারসামগ্রী পাঠান। তাঁরা দুপুরেই সুরাইয়াদের বাড়িতে হাজির হয়ে এগুলো তুলে দেন।

মুঠোফোনে ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান বলেন, এখন থেকে সুরাইয়াকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে সুরাইয়ার খবরটি দেখে তাঁর পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে আর্থিক কষ্টের কারণে তাঁর পড়ালেখার কোনো সমস্যা হবে না, যা ইতিমধ্যে সুরাইয়াকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুরাইয়া আক্তার (১৮) জীবনের সব পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। কিন্তু শেষ সময়ে এসে আর্থিক কষ্টে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেননি। আবার যেখানে ফরম পূরণ করেছেন, সেখানে ভর্তির সুযোগ পেলেও চিন্তা, কীভাবে পড়ালেখা করবেন।

সুরাইয়া আক্তার জানান, বাবা সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুর পর পড়ালেখা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখনই বাড়িতে একটি দোকান করেন। এখানে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের পাশাপাশি পড়ালেখা চলে।

ছাত্রলীগের সহযোগিতা পেয়ে খুশি সুরাইয়া আক্তার। তিনি বলেন, এবার চিন্তামুক্ত হয়ে ভালো করে পড়ালেখা করতে পারবেন। যাঁরা তাকে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সম্মান তিনি রক্ষা করতে পারবেন।

সুরাইয়া আক্তারের মা ছবুরা বেগম বলেন, তিনি মেয়েকে পড়াতে না পেরে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়ে আশা ছাড়েননি। অবশেষে তাঁর আশা পূরণ হতে যাচ্ছে।

ঝিনাইদহে কৃষকের ধান কেটে দিলো জেলা ছাত্রলীগ

ঝিনাইদহ পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মুরারীদহ গ্রামের গরীব কৃষকদের ২ বিঘা ধান কেটে দিলেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গত রবিবার সকালে প্রচন্ড তাপদাহ উপেক্ষা করে রোজা থাকা অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধান কাটায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন করেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এবং ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে অসহায় কৃষকের ধান কেটে দিল জেলা ছাত্রলীগ

করোনার প্রাদুর্ভাবে অসহায় হয়ে পড়া ঝিনাইদহের এক কৃষকের পাকা ধান কেটে দিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার মুরারীদহ গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক আক্কাস আলীর জমির ধান কেটে দেন জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে কৃষক আক্কাস আলীর ২ বিঘা জমির পাকা ধান কেটে দেন তারা। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল’র নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন ছাত্রলীগ কর্মী এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে। আমরা জানতে

পারি অর্থ সংকটের কারণে ভ্যানচালক কৃষক আক্কাস আলী জমির পাকা ধান কাটতে না পেরে বিপাকে পড়েন।

খবর পেয়ে আমরা এই অসহায় কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা গর্বিত। জমির ধান কেটে দেওয়ায় খুশি কৃষক আক্কাস আলী।

ঝিনাইদহে আব্দুল হাই এমপি’র ইফতার বিতরণ

ঝিনাইদহে আব্দুল হাই এমপি এর সৌজন্যে গরিব-দুঃখীর মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সজীব হোসেন ইফতার বিতরণ করেন।
দেশে চলছে করোনা কালিন লকডাউন, তার মধ্যে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি র্কোড,পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর থানা, পায়রা চত্তর, সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অসহায়, দিনমজুর, কর্মহীন মানুষের মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সজীব হোসেন ইফতার বিতরন ও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনা করেন।
এছাড়াও তার এই মানবিকতা দেখে খুশি হন গরীব, অসহায়, দিনমজুর ও কর্মহীন রোজাদার ব্যক্তিরা, তার জন্যে সাফল্য কামনা করেন।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের ইফতার বিতরণ অব্যাহত

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ রমজানের ১৭তম দিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি প্রিয় আল নাহিয়ান খান জয়ের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ শহরে প্রতিদিনের ন্যায় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সুরুজ আলী’র ইফতার বিতরণ করেন, গরীব অসহায় রোজাদার মানুষের

মাঝে।

দেশে চলছে করোনা কালীন লকডাউন, তার মধ্যে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি র্কোড, পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর থানা, পায়রা চত্তরসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অসহায়, দিনমজুর, কর্মহীন মানুষের মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ আলী বিশ্বাস ইফতার বিতরণ ও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনা করেন।

এছাড়াও তার এই মানবিকতা দেখে খুশি হন গরীব, অসহায়, দিনমজুর ও কর্মহীন রোজাদার ব্যক্তিরা, তার জন্যে সাফল্য কামনা করেন।